মগজ পাচার রহস্য

স্বাতী ভট্টাচার্য

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

꧁ সূচীপত্র ꧂

দুয়োরানির ঝাঁপি	৭
দধীচি	২০
সাদা চুন্নি	২৮
সম্পাদকের হার্ট অ্যাটাক	৩৩
বরফ ঢাকা কলকাতা	৩৮
আগুন লাগার পরে	৪৭
জানলাটা খোলাই আছে	৫৪
মগজ পাচার রহস্য	৬০

দুয়োরানির ঝাঁপি

সুয়োরানির ঘরে সুখের সিন্দুক। আর দুয়োরানির কুলুঙ্গিতে দুঃখের ঝাঁপি।

সুয়োরানি টাঁকশালিনী। রোজ সাত দাস-দাসী দিয়ে সিন্দুক মাজান। সাত কিলো লেবুর রসে সিন্দুকের গা চকচকে করে মুছে মসলিনের টুকরো দিয়ে ঘষে খটখটে শুকনো করে তাতে সূর্যমুখীর তেল লাগানো হয়। তারপর সুয়োরানি সক্কলকে ঘর থেকে বার করে সোনার দরজায় রুপোর খিল এঁটে সিন্দুক খোলেন। পেঁজা করে সাজিয়ে রাখা সুখগুলো ঝলমল করে জ্বলে, খলখল করে কথা কয়, ঝিকমিক করে হাসে।

দুয়োরানি গোবরকুড়ানি। পথেঘাটে, মাঠেহাটে, যেখানেই দলাদলা দুঃখ পড়ে থাকতে দেখেন, শিরা-ওঠা হাতের আঁকাবাঁকা আঙুলে তা কুড়িয়ে নেন। ময়লা আঁচলের তলায় ঢেকে এনে চুপিচুপি রেখে দেন ঝাঁপিতে। কালোকালো, চ্যাটচ্যাটে দুঃখগুলো এ ওর গা ঘেঁষে গাদাগাদি হয়ে পড়ে থাকে। কাঁথাকানি চাপা দেওয়া ঝাঁপির মধ্যে থেকে মাঝেমাঝে মাঝরাতে ডুকরে ওঠে।

দুয়োরানির আছে এক হাবাগোবা ছেলে। এক চোখ কানা, এক ঠ্যাং খোঁড়া। আর সুয়োরানির পাঁচ ডাগরডোগর রাজপুত্তুর। একদিন সুয়োরানি অগুরুর ধোঁয়ায় চুল শুকোচ্ছেন, এমন সময়ে রাজপুত্তুররা সাটিনের ধুতি, হিরে বসানো উষ্ণীষ সামলাতে সামলাতে ছুটে এসে বলল, "মা, মা, ভিনদেশ থেকে এক ফ্রি-ওয়ালা এসেছে।"

রানি শুকপাখিকে চকোলেট বিস্কুট খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, "তা অমন হাঁপাচ্ছিস কেন? ফিরিওয়ালা তো কতই আসে।"

"ফিরিওয়ালা নয় গো, ফ্রি-ওয়ালা। ফ্রি, মানে বিনা পয়সায় জিনিস দিচ্ছে সে।"

"অমা! এমন কথা তো কখনও শুনিনি! কই, ধরে আন তো তাকে!"

অমনি দুই সিপাই ছুটে গিয়ে ফ্রি-ওয়ালার দুই বগলে হাত ঢুকিয়ে তাকে হাওয়ায় তুলে ভাসাতে ভাসাতে হাজির করল রানির মহলে। তাকে দেখে হেসে গড়াগড়ি রানির খাসদাসীরা। চোঙা-মতো ধুতি, গায়ের ধুমসো আঙরাখা কোমরের নিচেই জবাব দিয়েছে। গলায় বাঁধা এক ফালি কাপড় ঝুলছে কাঠবিড়ালির ন্যাজের মতো। একমুখ বোকাবোকা হাসি। কেউ কিছু বলার আগেই সটান কুর্নিশ করে বললে, "মহারানি, হুকুম দিন।"

"কীসের হুকুম?"

"দোকান খুলব।"

"কেমন দোকান? বেচবে কী?'

"বেচব ফ্রি। তিনটে নীলাম্বরী শাড়ি কিনলে একটা পাপোশ ফ্রি। একখানা সোনায় মোড়া রথ কিনলে একটা বালতি ফ্রি। চারটে গজমোতির হার কিনলে একজোড়া ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী ফ্রি। একটা আরবি ঘোড়া কিনলে এক প্যাকেট মশা মারার ধূপ....."

"ফ্রি!" সমস্বরে বলে উঠল পাত্রমিত্র সভাসদরা।

হুকুম পেয়ে গেল ফ্রি-ওয়ালা। সুয়োরানি নিজেই তার মস্ত খদ্দের। চারটে তলোয়ার কিনলে একটা তলোয়ার ফ্রি পান, চারজোড়া নাগরাই কিনলে একজোড়া ফ্রি। পাঁচ ছেলের জন্য রাশিরাশি কিনতে লাগলেন রানিমা। তাঁর দেখাদেখি সাতশো দাসদাসী। তাদের দেখাদেখি বাকি সক্কলে।

কদিন পরে সারা রাজ্যেই দোকানদাররা হয়ে গেল ফ্রি-ওয়ালা। হাটের দিন সেকি হট্টগোল। কী কিনলে কী ফ্রি দিচ্ছে, তার খোঁজখবর করতে করতেই বেলা কাবার হয়ে যায় হাটুরেদের। কেউ চাটাইয়ের সঙ্গে মেঠাই ফ্রি দেয় তো কেউ গামছার সঙ্গে কাঁকই। গুড়ের হাঁড়ির সঙ্গে চাট্টি খই ধরিয়ে দেয় কোনো ব্যাপারী, তো চালের আড়তদার দু'মন চালের সঙ্গে দুটো কাগজি লেবু পুরে দেয় ঝুলিতে।

একদিন দুয়োরানি দেখে, তাদের পাড়ার ক্ষ্যান্তবুড়ি বাঁকা পিঠে মস্ত কলার কাঁদি নিয়ে চলেছে। দুয়োরানি বললে, "ও বুড়ি, কুটুমবাড়ি চললে নাকি?"

বুড়ি বলে, "কুটুম কোথা? আমার তিনকুলে কেউ নেই।"

"তবে এত বড়ো কাঁদি কিনলে যে?"

"সঙ্গে দুটো মুলো ফ্রি দিল যে"

"অ মা!" দুয়োরানি গালে হাত দিল। "মুলো তো তোমার পাছদুয়ারের বাগানেই হয় গো!"

বুড়ি ফোকলা গালে হাসে। "বুঝলি না বউ, টাকার চেয়ে সুদ মিঠে। ফিরি মুলোর স্বাদ বেশি।"

দুয়োরানির হাবাগোবা ছেলে মায়ের আঁচল ধরে খুঁতখুঁত করে। "মা, তুই আমায় ফিরি জিনিস দিলি নে?" পাগড়ি না হোক, পক্ষীরাজ না থাক, একখানা তলোয়ারের ভারি শখ ছেলের।

দুয়োরানি পরের বাড়ি ধান ভেনে চাল পায়, বাগান থেকে চাট্টি শাক তোলে, নদী থেকে গামছায় ছেঁকে ইলিবিলি রুপোলি কুচোমাছ ধরে। বাজার থেকে কেনে শুধু নুন। তার সঙ্গে ফ্রি কিছুই দেয় না দোকানি। দুয়োরানি ছেলেকে কোলে নিয়ে ভোলাতে চায়। "এই তো পাচ্ছিস বাপ, ফিরি আলো, ফিরি বাতাস। কত চাস কুইড়ে নে।"

"ইঃ, আলো-ও, বাতা-স," ছেলে চোখ কুঁচকে জিভ বের করে মা-কে ভেঙায়। মায়ের কোল ঠেলে ছুটে যায় বাইরে। সঙ্গে ভোলা কুকুরটা। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, মানুষের ভিড়-ভাট্টা থেকে বেশ খানিক দূরে শিকড় গেড়েছে গাছপালারা। সেখানে ঘুরে ঘুরে মরে কানাখোঁড়া ছেলে। কাঁটায় পা ছড়ে যায়, লতাপাতায় পা জড়িয়ে হোঁচট খায়। বনেবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ঢলে এল। তখন ক্লান্ত ছেলে বসে পড়ল পাকুড় গাছের নিচে। সাঁঝের বাতাসে ডালপালারা ফিসফিস করে কত কী বলতে লাগল, ঝোপেঝাড়ে রাতজাগানি জীবজন্তু উশখুশ করতে লাগল, বাসায় ফিরে পাখিরা সারাদিনের গুজব-গজালি কপচিয়ে ডানা ঝটপটিয়ে ঘুমোবার আয়োজন করতে লাগল। ফিকে চাঁদ ফুটে উঠল আকাশে।

এমন সময় সব আওয়াজ ছাপিয়ে একটা মোটাসুর গলা শুনতে পেল ছেলে। সে গলা আসছে পাকুড় গাছের পাতায় ঘেরা ডাল থেকে।

মোটা সুর বলল,

"পাখি ঘুমোয়, শেয়াল ডাকে,
হেথায় বসে ছাওয়ালডা কে?"

অমনি একটা সরু গলা বলে উঠল,

"ও চায় ফিরি তরবারি
ক্যামনে জোগাড় করতে পারি?"

মোটা গলা বলে,

"চোখটাই নয়, বুদ্ধি কানা,
নইলে বেটার থাকত জানা,
ওর অন্তর লুকিয়ে আছে
বনের মাঝে হরেক গাছে।"

সরু গলা বললে,

"জানোই যদি ব্যাঙ্গমা,
করছ কেন হ্যাঙ্গামা?
কোথায় পাবে অস্ত্র ফ্রি?'

মোটা গলা —

"দেখগে বল ম্যাংগো ট্রি।"

তারপরেই ঝটাপট ঝটাপট শব্দ। ডাল ছেড়ে উড়ে গেল দুটো পাখি। ছেলে নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখে, লোমগুলো সব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। নিজের কানে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা শুনতে পাওয়া কি কম কথা? রাজপুত্তুর ছাড়া কেউ তা পায়

না। হোক তার মা গোবরকুড়ানি, তবু সে রাজপুত্তুর! হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরে এল কানা-খোঁড়া ছেলে। পিছে পিছে লাফাতে লাফাতে ভোলা কুকুর।

পরদিন সকালে আমের গাছে উঠে খোঁজ-খোঁজ। পাতায় পাতায়, ডালে ডালে খুঁজে কাঠপিঁপড়ের কামড়ে সারা শরীর ফুলে উঠল। অস্তর কই?

ব্যাঙ্গমা না ছাই। নিশ্চয়ই ওটা একটা দাঁড়কাক ছিল। রাগে-দুঃখে খচরমচর করে গাছ থেকে নেমে এসে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে রইল ছেলে। নিচে পড়ে রয়েছে কয়েকটা শুকনো কাঠকুটো। সেদিকে তাকিয়ে চোখে জল এসে গেল ছেলের। সুয়োরানির ছেলেদের জন্য ক্ষুরধার তলোয়ার। আর তার জন্য কাঠকুটো।

আরে!

একটা শুকনো ডাল দেখে হঠাৎ উঠে বসল ছেলে। উপরদিকে শিঙের মতো ভাগ হয়ে গিয়েছে ডালটা। নিচের দিকে বেশ শক্তপোক্ত ডাল। ইস! দারুণ গুলতি হতে পারে এটা দিয়ে।

তবে কি গুলতির কথাই বলেছে ব্যাঙ্গমা?

একটা লম্বাটে রবারের টুকরো দিয়ে শক্ত করে ডালের দুই শিঙ বাঁধল ছেলে। পকেট ভর্তি করে নিল নুড়ি। তারপর শুরু টিপ প্র্যাকটিস।

একমাস পরে দুয়োরানি পরের বাড়ি চিঁড়ে কুটে এক কুনকে চিঁড়ে আঁচলে বেঁধে ঘরে ফিরে দাওয়ায় পা দিয়েই দেখে, ধোয়া কলাপাতায় সুন্দর করে সাজানো একজোড়া নারকোল, একটা পাকা তাল, এক ছড়া পাকা কলা আর এক থোপা স্বর্ণচাঁপা ফুল।

দুয়োরানির চোখ উঠল কপালে। "কোত্থেকে পেলি তুই এসব? কী সর্বনাশ, তুই খোঁড়া পায়ে তালগাছে উঠলি কী করে? কি করে বাইলি নারকোল গাছ? ওরে দস্যি ছেলে, মগডাল থেকে চাঁপা ফুল পাড়লি কেমন করে?"

ছেলে কেবল হাসে। বলে, "দ্যাখ না, আরও কত কী এনে দিই তোকে।"

সত্যিই এনে দিল। নদীর জলে চেয়ে থেকে থেকে স্রোতের নিচে চোরাগতি লক্ষ্য করতে শিখল। গুলতির ঘায়ে অক্কা পায় মাছ, সঙ্গে সঙ্গে ভোলা কুকুর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মুখে করে তুলে নিয়ে আসে তাকে। তিতির, বটের, আরও হরেক পাখিও গুলতির ঘায়ে মারতে শিখল সে। প্রথমে পাতার আড়ালে বসে থাকা পাখি। তারপর আকাশে ওড়া পাখি, ছুটন্ত খরগোশ। পাকা শিকারিদের মতো গলায় পাখির মালা ঝুলিয়ে এনে দুয়োরানিকে বলে, "এইনে মা, একদম ফিরি।"

একদিন দুয়োরানি গুলতি-পাড়া তালের বড়া বানিয়ে ছেলেকে দিচ্ছে, ছেলে গরম গরম খেয়ে চলেছে, এমন সময়ে শোনা গেল ঢ্যাঁড়া বাজছে। ডম-ডমা-ডম, ডম-ডমা-ডম।

খবর কী?

পাশের রাজ্যের রাজার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে রাক্ষস। কোন এক বিজন দ্বীপে রেখেছে বন্দি করে। যে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে পারবে, তার সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে দেবেন রাজামশাই। সঙ্গে আধখানা রাজত্ব ফ্রি।

সে খবর শুনেই সুয়োরানির মহলে হই চই পড়ে গিয়েছে। পাঁচ রাজপুত্তুরই যাবে রাজকন্যা উদ্ধারে। ফ্রি-ওয়ালার কাছ থেকে চারটে ময়ূরপঙ্খীর দরদাম করছেন সুয়োরানি। আরেকখানা তো ফ্রি পাওয়া যাবেই। তারপরেও চাই নতুন জামাকাপড়, আরও ধারালো তলোয়ার, আরও মচমচে জুতো, সৈন্যসামন্ত, মাঝিমাল্লা, দাসদাসী। সিন্দুক খুলে ঢালছেন সুয়োরানি, ফ্রি-ওয়ালা জুগিয়ে যাচ্ছে যা কিছু লাগে।

ওদিকে কানা-খোঁড়া ছেলে বায়না ধরল, "মা, আমিও যাব।"

মায়ের চোখের জল, সাধ্যসাধনা, কিছুই শুনল না ছেলে। সুপুরির ডোঙায় ডিঙে বানিয়ে তাতে সিঁদুরফোঁটা দিয়ে সাজালেন দুয়োরানি। শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে পাল বানিয়ে দিলেন। ছেলে বনবাদাড় খুঁজে শক্তপোক্ত ডাল বের করল দুটো। লগি হবে।

শুভক্ষণ দেখে সমুদ্দুরেরর এক বন্দর থেকে ছাড়ল পাঁচ রাজপুত্তুরের পাঁচ ময়ূরপঙ্খী। শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি হল তাদের উপর। আর ডিঙি বগলে দুয়োরানির ছেলে আর তার মা চলল ঝাউবনের ভিতর দিয়ে, লুকিয়ে সাগরপাড়ি দেবে বলে। বালির উপর পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছে দুজন। পিছন পিছন ভোলা কুকুর। হঠাৎ শোনে পিছন থেকে হাঁচোড়-পাঁচোড় শব্দ। কারা যেন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে। কাঁপা কাঁপা গলার আওয়াজ, "আরে থাম, থাম। দাঁড়া না বাপু।"

পিছন ফিরে মা-ছেলে অবাক। হোঁচট খেতে খেতে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে আসছে তিন বুড়ো। একজনের আলখাল্লা লুটোচ্ছে বালিতে, একজনের ধুতির কাছা খুলে ল্যাজ হয়ে গিয়েছে। আর তিনজনের জন লুঙ্গির খুঁট ধরে রয়েছে এক হাতে।

এরা আবার কারা? দুয়োরানি ভারি রাগ করলে। 'কী আক্কেল বাপু, পিছু ডেকে যাত্রাটাই নষ্ট করলে!' ছেলে বলে, 'দাঁড়াও না, দেখি।'

দেখতে দেখতে তিন বুড়ো এসে গেল কাছে। আলখাল্লা-পরা বুড়ো এসেই খপ করে ছেলের হাত ধরে খ্যা খ্যা করে একচোট হেসে নিল। 'কী, বলেছিলাম না? আরে আমার কম্পাস কখনও ভুল বলে না হে। মিলিয়ে নাও, মিলিয়ে নাও।' এই না বলেই গোলমতো একটা যন্ত্র বাগিয়ে ধরল ধুতি-পরা গোলগাল লোকটার সামনে। গোলগাল বুড়ো এক ঝটকায় সরিয়ে দিল হাতটা। ঘষঘষে গলায় বলল, 'নিকুচি করেছে তোমার দিক্‌নির্ণয় যন্তরের। জেলেপাড়ার বউ-এর কাছে খবর পেলাম বলেই না...."

ব্যস, দুই বুড়োয় লেগে গেল ধুন্ধুমার। ততক্ষণে তিন নম্বর বুড়ো লুঙ্গির কষি কোমরে গুঁজে এগিয়ে এসেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলের মুখ, হাত, বুক দেখে টেখে কীসব মেপেজুকে বলল, "হুঁ তুমি পারবে।"